স্বরস্বতী পুজা ও বাংলা'র বিভীষণ

কর্ণফুলী'র মিনি রিপোর্ট

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শনিবার একই দিনে সিডনী'র তিনটি হিন্দু বাঙালী সংগঠন তিনটি মন্ডপে বিদ্যাদেবী স্বরস্বতী'র আশির্বাদ ভিক্ষা করে তাঁর পুজো দিয়েছেন। দু'টি হিন্দূ সংগঠন ছিল বাংলাদেশী সন্তানদের এবং অন্যটি ভারত মাতার সন্তানদের। ব্যপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে প্রতিটি সংগঠন তাদের মন্ডপ সাজিয়েছেন। কর্নফুলী'র পক্ষ থেকে প্রতিটি সংগঠনকে বিবিধ বিষয় জানার জন্যে ফোন করা হয় এবং এতে জানা যায় যে রাইডেলমেয়ারে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ পুজা এসোসিয়েশন অব অষ্ট্রেলিয়া' এর পুজা মন্ডপে শুরু থেকে শেষাব্দি আমন্ত্রিত অতিথি ও পুজারি সহ সর্বসাকুল্যে প্রায় ৭০০ জনের উপস্থিতিতে ছিল মুখরিত।

বৈষ্ণব নয়, প্রসাদ হাতে ধর্মপ্রান দু'পুজারী

ওদিকে পশ্চিম বংগের সংগঠন 'ব্যংগলী এসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েলস' এর মন্ডপে শুনা গেছে দিনব্যাপী বিভিন্ন সময়ে মোট ৪০০-৫০০ লোকের সমাগম ঘটেছিল। তাদের মন্ডপটি পাতা হয়েছিল বারউড এর কাছাকাছি কনকর্ড হাই স্কুল আঙিনায়। দেবী'র নিখুঁত আদলে প্রতীমা গড়া এখানে বেশ ব্যয় সাপেক্ষ ও কঠিন কাজ, তাই প্রতিটি হিন্দূ সংগঠন তাদের বিভিন্ন পুজার প্রতীমাগুলো কোলকাতা অথবা ঢাকা থেকে বানিয়ে এখানে উড়িয়ে বহন করে আনা হয়। বহন খরচা ও রক্ষনাবেক্ষনের কথা বিবেচনা করে এ সকল প্রতীমা'র আকার ও আয়তন তুলনা মূলকভাবে ছোট হয়। পরিবেশ গত সচেতনতার কারনে এখানে প্রতীমা বিসর্জনের কোন সুযোগ নেই। তাই মা দুর্গার প্রতীমা' কে যেভাবে বছরের পর বছর যত্ন করে সংরক্ষন করা হয় ঠিক সেভাবেই বিদ্যাদেবী স্বরস্বতী'কে ধরে রাখা হয় ধারাবাহিকভাবে ফীবছর আরাধনা করার জন্যে।

মন্ডপে ফলার পরিবেশনায় শ্রীমান অপু সাহা (হলুদ শার্ট)

সে হিসেবে দেখা গেছে 'বাংলাদেশ সোসাইটি ফর পুজা ও সংস্কৃতি' এর বিনাপানী'র মন্ডপ ও প্রতীমা বেশ সুন্দর ও আকর্ষনীয়। ভাব-গম্ভির ধর্মিয় পরিবেশে বিদ্যাদেবী'র পুজা-মন্ডপ ছিল মোহনীয় ও সুশৃঙ্খল। পুজার আরতি, মন্দিরার রিনি-ঝিনি আওয়াজ, অন্‌জলি ও ধুপ ছড়ানো পবিত্র ধর্মিয় পরিবেশে নিজেকে মনেই হবে না দেশ থেকে বাইরে দুরে কোথাও আছি। গত কয়েক বছরের মতো

এবারো উক্ত পুজা সংগঠন তেলোপীয়া আবাসিক এলাকার ডানডাস কমিউনিটি সেন্টারে তাদের পুজা মন্ডপ সাজিয়েছিল। সকাল ১০.৩০ থেকে ধর্মপ্রান হিন্দু ও আমন্ত্রিত অহিন্দু অতিথিরা মন্ডপে আসা শুরু করেন। পুজোতে এবারের পুরোহীত ছিলেন শ্রী পরমেশ ভট্টাচার্য্য। এ কমিটি'র সভাপতি ডঃ নারায়ন দাশ ও সাধারন সম্পাদক ডঃ স্বপন পাল এর একনিষ্ঠ চেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমে এবারো অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে বিদ্যদেবী'র পুজা উদযাপিত হয়। আসা-যাওয়া সবমিলে এ মন্ডপে সারাদিনে প্রায় ৬০০ পুজারী ও অতিথিদের আগমন ঘটেছিল। বাংলাদেশ সংখ্যা লঘু সংগঠনে'র কিছু উগ্রবাদী হিন্দু কর্মকর্তাদেরকেও উক্ত মন্ডপে বেশ তৎপর দেখা যায়। পুজা কমিটি'র প্রকাশিত স্মরনীকায় দেখা যায় এরা আসলে বাইরের কেউ নয়, এরা উক্ত পুজা কমিটি'র ভেতরেই গুঁজে থাকা গুটি কয়েক বাংলাদেশী উগ্রবাদী হিন্দু। শিবসেনা আচরনে বড়ই অসহনশীলভাবে ঘুরপাক খেতে এদের দেখা যায় মন্ডপে।

ডানডাসে বিদ্যাদেবী'র পুজা মন্ডপে অঞ্জলী দিতে পুজারীর সারি

ডঃ সুধীর লোদ এর রান্না করা অষ্ট পদের সবজী ও শ্রী সজল দাশ এর রান্না করা সুস্বাদু খিচুড়ী সকল অভ্যাগতরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে উপভোগ করেছিলেন। পুজোর আগের দিন সারা রাত জেগে সর্বসাকুল্যে ৬০০ লোকের জন্যে তাজা ফলের প্রসাদ, খিচুড়ী ও সব্জী আয়োজন ও রান্না করেছিল পুজা কমিটি। দিন শেষে এর কিছুই আর অবশিষ্ঠ থাকেনি বলে পুজা কমিটি'র কর্মকর্তারা কর্ণফুলী'কে জানিয়েছেন। সাঁঝের আগে বিকেল ৬টা থেকে সাংস্কৃতিক সম্পাদক শ্রী লিটু পোদ্দারের পরিচালনায় কিশোর-কিশোরীদের সন্মিলনে একটি মনোজ্ঞ সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল।

মন্ডপে শ্রীমান রাজেশ সাহা অঞ্জলী'র ফুল সংগ্রহ করছে।

অনুষ্ঠানে'র এক পর্যায়ে কয়েকজন কিশোরী এ পুজা কমিটি'র আমন্ত্রনে আসন্ন শিল্পী মিতালী মুখার্জী'র পোষ্টার হাতে ষ্টেজে ডিসপ্লে করেছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশী হিন্দু সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় সিডনীতে একটি কালচারাল কমপ্লেক্স গড়ার মহতী উদ্যেগ নিয়েছেন। আর সে তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আগামি ১০ই জুন মিতালী মুখার্জী ও ১১ই জুন ভুপিন্দর সিং এর একক সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করেছেন। রাত ৮.৩০ এ কিশোর-

কিশোরীদের নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়। উগ্রবাদী গুটিকয়েক বাংলাদেশী হিন্দু যুবক ও প্রবীন 'ঘুঘু'দের অস্বস্থিকর উপস্থিতি ও পরধর্ম বিদ্বেষী তৎপরতা ছাড়া সারাদিনে'র পুজানুষ্ঠানটি সকল পুজারী ও অভ্যাগতরা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে উপভোগ করেছেন।

পাদটিকাঃ

আগামী আপডেটে প্রবাসে গঠিত বাংলাদেশী সংখ্যালঘু সংগঠন বিষয়ে একটি রিপোর্ট পড়ুন। যাতে থাকবে ঘরের ছেলে'র পরের বাড়ীতে দুঃখিনী মা'জননী'র কলংক প্রচার করার কিছু নিদারুন কষ্টের কথা। উক্ত বাংলাদেশী পরবাসী সাম্প্রদায়ীক সংগঠনটি তাদের আসন্ন 'ইন্দ্রানী সেন সংগীত সন্ধ্যা' থেকে উপার্জিত অর্থ কোন খাতে, কাদের পেছনে খরচ করে দেশমাতাকে কড়কে দেয়ার জন্যে সম্ভাব্য হিন্দু শিবসেনা তৈরী করছে সে বিষয়েও থাকবে পাঠকদের অনেক জিজ্ঞাসু প্রশ্ন। সবশেষে দুঃখিনী মা'য়ের পরবাসী সকল ধর্মনিরপেক্ষ সন্তানদের পক্ষ থেকে গনপ্রজাতন্ত্রি বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন থাকবে পরবাসে এসকল গজিয়ে উঠা 'ঘরের শত্রু বিভীষন' সম অবাধ্য সন্তানদের আত্মিয়স্বজন ও পিতামাতা'র কাছে করজোড়ে বাংলাদেশের মান ভিক্ষা চেয়ে সংশ্লিষ্ঠ কর্তৃপক্ষের 'দয়াভিক্ষা পত্র' পাঠানোর আয়োজন করা। কিছু পথভ্রষ্ঠ হিন্দু উগ্রবাদী যুবক অষ্ট্রেলিয়াতে এসে কতিপয় স্বার্থান্বেষী প্রবীন 'ঘুঘু'র প্ররোচনায় নিরলসভাবে প্রবাসে বাংলাদেশ বিরোধী ও অহিন্দু-বিদ্বেষী তৎপরতা দীর্ঘদিন চালিয়ে যাচ্ছেন। অষ্ট্রেলিয়ার মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এ সকল বিভীষনরা বাংলাদেশের মান ধুলায় মিশিয়ে দিতে আজ ধনুক ভাংগা পন করেছে। বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ঠ কর্তৃপক্ষ যাতে এ বিষয়ে পথহারা প্রবাসী হিন্দু যুবকদের অবিভাবকদের কাছে অতিসত্তর 'দয়াভিক্ষা পত্র' পাঠানোর ব্যবস্থা নেন সে বিষয়ে আমাদের আগামী আপডেটে থাকবে আরো বিস্তারিত সচিত্র কিছু তথ্য। 'ইন্দ্রানী সেন সংগীত সন্ধ্যা'র পোষ্টারে প্রচারিত এসকল পরমত অ-সহিষ্ণু সংখ্যালঘুদের বিস্তারিত সংশ্লিষ্ঠ বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষে'র সুবিধার জন্যে দেশে এদের শেকড়ের ঠিকানা কর্ণফুলী'তে একে একে প্রচার করা হবে বলে আমরা আশা করছি।

পুজারী ও অভ্যাগতরা দুপুরের ভোজ নিচ্ছেন, ডানডাস